Topic = রাজকাহিনী Payel Saha 4th Sem General

১) রাজকাহিনি গল্পে সুভাগার ছেলে ও মেয়ের নাম কি ছিলো ?

উ: রাজকাহিনি গল্পে সুভাগার ছেলের নাম ~~শিলাদিত্য~~ গায়েব অর্থাৎ শিলাদিত্য, রাজকাহিনি গল্পে সুভাগার মেয়ের নাম গায়েবী.

২) শিলাদিত্যের পিতার নাম কি ছিলো ? শিলাদিত্যের অপর নাম কি ?

০ শিলাদিত্যের পিতার নাম সূর্যদেব অথবা আদিত্য ছিলো.

০০ শিলাদিত্যের অপর নাম গায়েব.

৩) শিলাদিত্য কোথাকার রাজা ছিলেন? কে তাকে রাজা করেছিলো?

০ শিলাদিত্য বল্লভীপুরের রাজা ছিলেন.

০ শিলাদিত্যকে কোহ রাজা করেছিলো.

৪) শিলাদিত্য কেন যুদ্ধে গিয়ে আর ফিরে আসেনি ?

রাজকাহিনী গল্পে ~~শিলাদিত্য~~ বল্লভীপুর আক্রমণ করেছিলো ম্লেচ্ছরা যখন সেই বল্লভীপুরকে রক্ষা করতে গিয়েছিলো শিলাদিত্য, শিলাদিত্যের মন্ত্রী জানত শিলাদিত্যের অস্ত্র কুন্ডের জল থেকে সাত ঘোড়ার রথ উঠে আসে. কিন্তু মন্ত্রী টাকার লোভে সেই কুন্ডের জলে মিশিয়ে দিলেন গোরক্ত, ফলত যুদ্ধের দিন শিলাদিত্য অপেক্ষা করা সত্ত্বেও কোন সাত ঘোড়ার রথ উঠে এল না, সেই যুদ্ধেই শিলাদিত্য প্রাণ হারাল.

Scanned with CamScanner

"কিন্তু সেই যুদ্ধেই তার প্রাণ গেল।" - (ক) কার লেখা কোন রচনা থেকে নেওয়া হয়েছে? (খ) কোন যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে ? (গ)যুদ্ধের ফল কী হয় ? ১+১+৩=৫

উ: (ক) আলোচ্য অংশটি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'শিলাদিত্য' গল্প থেকে নেওয়া হয়েছে ।

(খ) পারদ নামে অসভ্য একদল যবন বল্লভীপুর আক্রমণ করলে বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রী গেরাক্তে , কুন্ডের জল অপবিত্র করে । যুদ্ধের আগে শিলাদিত্য কুন্ডের কাছে সূর্যের উপাসনা করতে লাগলেন । কিন্তু আগের মতো নীল জল ভেদ করে সূর্যের সপ্তাশ্ববাহিত রথ আর উঠে এলো না । শিলাদিত্য হতাশ হয়ে রাজপথে যুদ্ধে গেলেন । সেই যুদ্ধই তার শেষ যুদ্ধ হল ।

(গ) যবনদের সঙ্গে যুদ্ধে শিলাদিত্য মারা গেলেন । সমস্ত দিন যুদ্ধের পর সূর্যদেবের সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের বরপুত্র শিলাদিত্য অস্ত্র গেলেন । বিধর্মী শত্রু সেনারা মন্দির চূর্ণ বল্লভীপুর ছারখার করে চলে গেল । বল্লভীপুরের ইতিহাসে শিলাদিত্য চিরস্মরণীয় হয়ে রইলেন।

শিলাদিত্যের নাম শিলাদিত্য হয়েছিলো কেন গল্প অবলম্বনে আলোচনা কর ? (৬)

উ: আলোচ্য অংশটি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত 'শিলাদিত্য' গল্পাংশ থেকে চয়ন করা হয়েছে ।

আলোচ্য অংশে বক্তা সুভাগা কন্যা গায়েবী । একথা সে তার ভাই গায়েবকে বলেছে ।

সঙ্গীদের কাছে পিতার নাম বলতে না পারায় গায়েব খুবই লজ্জিত হয় । বাড়িতে ফিরে এসে মাকে বাবার নাম জিজ্ঞাসা করে । রাগে পিতলের প্রদীপটি সে টান মেরে ফেলে দেয় । সূর্যদেবের মূর্তি আঁকা একটা পাথর খসে পড়ে । সুভাগা কিছুতেই গায়েবকে বোঝাতে পারে না যে তার পিতা সূর্যদেব । অবশেষে সে দ্বিতীয়বার সূর্য মন্ত্র উচ্চারণ করতে বাধ্য হয় । গায়েব - গায়েবীকে একা রেখে কিছুতেই চায়নি সে। কিন্তু ছেলের জেদের কাছে তাকে হার মানতেই হয় ।

মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করে সুভাগা দ্বিতীয়বার সূর্য মন্ত্র উচ্চারণ করে । কালসাপের মতো সেই সূর্যমন্ত্র র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সূর্যদেব দেখা দিলেন । সুভাগা জিজ্ঞাসা করলেন যে গায়েব গায়েবী কার সন্তান। সূর্যদেব কোনো কথা বললেন না । প্রচন্ড তেজে সুভাগার দেহ পুড়ে ছাই হয়ে গেল। মা আর নেই বুঝতে পেরে গায়েব সূর্য মূর্তি আঁকা পাথরটা ছুড়ে মারল সূর্যদেবকে । পাথর সূর্যদেবের মুকুটে লেগে জ্বলন্ত কয়লার মত একদিক ঠিকরে পরল। গায়েব সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারায় ।

জ্ঞান ফিরলে গায়েব দেখল মন্দিরে শুধুমাত্র গায়েবী বসে আছে। গায়েব সূর্যদেবের কথা জিজ্ঞাসা করল। গায়েবী সেই কালো পাথরখানা নিয়ে বলল- 'এই নাও ভাই আদিত্যশিলা'। এই পাথর তুমি যার ওপর ফেলবে তার নিশ্চিত মৃত্যু। সূর্যদেব এটি তোমায় দিয়ে গেছেন। আর বলেছেন তুমি তারই ছেলে, আজ থেকে তোমার নাম হল শিলাদিত্য । সেদিন থেকে গায়েব শিলাদিত্য নামে পরিচিত হল ।